বাঁচার জন্য চাই দুষণমুক্ত সাগর মহাসাগর

সৈয়দ মামুনুর রশীদ

পরিবেশের এক অপরিহার্য উপাদান হলো পানি। আমরা জানি, পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। পাঁচটি মহাসাগর, অসংখ্য সাগর, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওড় আর ভূ-গর্ভস্থ পানি মিলে এই বিশাল জলাধার হলেও মোট পানির ৯৭.৫ ভাগ লবণাক্ত এবং বাকী মাত্র ২.৫ ভাগই হলো স্বাদু পানি। এই সুপেয় পানির প্রায় ৬৯ ভাগ বরফ ও হিমবাহ, ৩০ ভাগ ভূ-গর্ভস্থ পানি, ০.৭৫ জলকণা এবং ০.২৫ ভাগ নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওড় ও পুকুর-দীঘির পানি [১]।

আরেকটি বিষয়, পানি কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা পানি নিয়ে সৃষ্ট যুদ্ধ-বিগ্রহের দিকে তাকালে সহজে অনুমান করা যায়। পানি নিয়ে গত ৫০ বছরে ৫০৭ টি সংঘাত হয়েছে। এর মধ্যে সহিংস রূপ নিয়েছিলো ৩৭ টি। এই ৩৭ টির মধ্যে ২১ টিতে আবার জড়িয়ে পড়েছিলো সামরিক বাহিনী।[২] পানি ও নদী-সাগরকে ঘিরে এশিয়ার দেশে দেশে দ্বন্দ্বও কম নয়। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে আন্ত: নদী সংযোগ নিয়ে আমরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। অভিন্ন নদী প্রবাহ, বাঁধ নির্মাণ, বর্ষা মওসুমে অতিরিক্ত পানি ছাড়, শুষ্ক মওসুমে কম পানি ছাড়া প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব কখনো কখনো আলোচনার টেবিলেও সমাধা করা যায় নি।

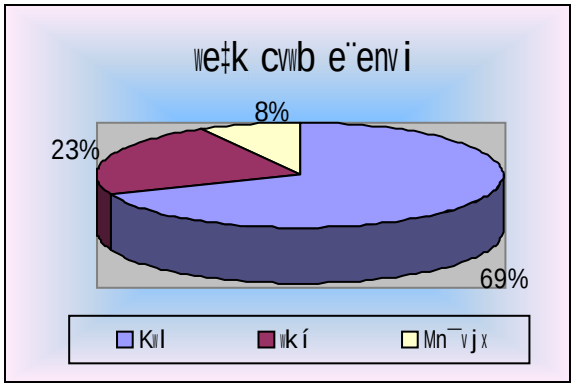

সমগ্র বিশ্বে পানি ব্যবহারের চিত্রটি এ রকম: কৃষি কাজে ৬৯ শতাংশ, শিল্প উৎপাদনে ২৩ শতাংশ এবং গৃহস্থালী কাজে ৮ শতাংশ। এই পানি ব্যবহারের সাথে সাগর মহাসাগরের সরাসরি সম্পর্ক অতো জোরালো না হলেও পানি ব্যবহারের কেন্দ্র কিন্তু সেখানেই প্রোথিত। যে পানি চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো তা মূলত: মিঠা পানি নিয়ে বা পরিশোধিত পানিকে ঘিরে। পানির এই ব্যবহার নিশ্চিত করতে ভূ-গর্ভস্থ পানির পাশাপাশি নির্ভর করতে হয় নদী ও সমুদ্রের পানির উপর। মাথাপিছু পানি ব্যবহারের আরেকটি চিত্রের দিকে ও আমাদের দৃষ্টি দেয়া জরুরী মনে করছি। আফ্রিকার মানুষ যেখানে মাথাপিছু দৈনিক ৪৭ লিটার পানি ব্যবহার করে সেখানে এশিয়াতে ৮৪ লিটার, যুক্তরাজ্যে ৩৩৪ লিটার এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৫৮৭ লিটার[৩]। পৃথিবীর পানি সমৃদ্ধ ও পানি সঙ্কটপূর্ণ দেশের তথ্য থেকে দেখা যায়, এশিয়ার দেশগুলোতেই পানি সঙ্কট বেশী। কুয়েত, আরব আমিরাত, সৌদি আরব এবং সিঙ্গাপুরের জন প্রতি বার্ষিক পানি প্রাপ্তি যেখানে ১০ থেকে ১১ কিউবিক লিটারের বেশী নয়, সেখানে ফ্রান্স, ঘানা, আইসল্যান্ড, সুরিনামের জনগোষ্টির জন প্রতি বার্ষিক পানি প্রাপ্তি ২ হতে ৮ লাখ কিউবিক লিটার।

---

[1] cwb I AwaKvi, 1g el 1g msL¨v, †g-Rbv 2004
[2] cv¸ 3
[3] cwi‡ek cÎ el-6, msL¨v-3 I4,A‡±vei 2002-gvP 2003

বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৩ অনুযায়ী বিশ্বদ্ধ পানি একুশ শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বর্তমানে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানি শূন্যতার শিকার। নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত আয়ের দেশে ১০০ কোটি ও উচ্চ আয়সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোতে ৫ কোটির মতো লোক তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং পানীয় হিসেবে বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না। এ বিষয়ে যদি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া না যায় তাহলে অচিরেই এই হার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকে দাঁড়াবে। রাস্তা এবং নালা-নর্দমায় যত্রতত্র আবর্জনা ফেলাতে বৃষ্টির কারণে এগুলো নদী হয়ে সাগরে পতিত হয়। এছাড়াও সাগরে ভ্রাম্যমান নাবিক ও দর্শনার্থীদের পানীয় বোতল, সিগারেটের অবশিষ্টাংশ নিক্ষেপ, প্রাণীর মৃতদেহ, ঘন ঘন জাহাজ ডুবি, উপসাগরীয় যুদ্ধে, তেল কুপ থেকে নিসৃত তেল, যুদ্ধ জাহাজগুলোর মারাত্মক ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থগুলো প্রতিনিয়ত পানিকে করছে দুষিত।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, মহাসাগরগুলোর প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৮,০০০ টুকরো প্লাষ্টিক বর্জ্য ভাসছে। প্রতি বছর ৬ হাজার টন অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ সাগরে ফেলা হয়। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণা তত্ত্ব, তথ্য ও প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ সামুদ্রিক পাখি এবং এক লাখ সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী প্লাষ্টিক বর্জ্যের বিষক্রিয়ায় মারা যায়। সাগরে নিক্ষেপিত প্লাষ্টিকের বর্জ্যগুলোর মধ্যে স্টাইরোফোম কাপ ৫০ বছর, প্লাষ্টিক বোতল ৪৫০ বছর, মাছ ধরার মনোফিলামেন্ড জাল ৬০০ বছর ধরে সমুদ্রের পানিতে টিকে থাকে।

বঙ্গোপসাগরসহ মেঘনায় ঘন ঘন জাহাজ ও লঞ্চ ডুবি নি:সন্দেহে বাংলাদেশের জলজ সম্পদের প্রতি হুমকি। নদীর পাশে শিল্পের স্থানীয়করণের কারণে বর্জ্য অপসারণের জন্য এখানেও নদী এবং সাগরকে বেছে নেয়া হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শাখা নদী ও খালগুলোকে যথাযথ খনন প্রক্রিয়ায় আনা সম্ভব হয় না বলে নাব্যতা নষ্ট হচ্ছে দিনের পর দিন। নদীগুলোর অপরিমিত পরিচর্যা ও পদক্ষেপের অভাবে নদী ভাঙ্গনে বছরে হাজার হাজার মানুষ পরিণত হচ্ছে ভূমিহীন ও গৃহহারা। আমরা জানি, পদ্মায় এখন ইলিশের অভাব, হালদায় নেই চিংড়ীসহ দেশীয় নানা জাতের মাছের পোনা। তাই বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যজীবীরাও এখন হতাশ।

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠা ৭২০ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২১৭ টি নদী দুষণের সাথে যুক্ত। তাছাড়া, সীতাকুন্ডের সমুদ্র উপকুলে কুমিরা থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকায় জাহাজ কাটা শিল্প উপকুলীয় পরিবেশ দুষিত করছে। এ শিল্প থেকে প্রচুর রাজস্ব আয় হলেও পরিবেশ অধিদপ্তর এ শিল্পকে লাল তালিকাভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

পরিবেশ রক্ষায় সাগর-মহাসাগরকে দুষণের হাত থেকে রক্ষা করা সমগ্র বিশ্ববাসীর নৈতিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা সরকারসহ আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে সুপারিশ করছি: ১) নদী ও সাগরকে প্লাষ্টিক বর্জ্য মুক্ত করতে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, ২) মৃত পশু পাখি ও অন্যান্য বর্জ্য সাগরে নিক্ষেপ নিষিদ্ধকরণে কার্যকর আইন প্রণয়ন করা হোক, ৩) উন্নত রাষ্ট্রগুলোর রাসায়নিক (পারমাণবিক বোমা) পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাগর কিংবা সাগর তীরবর্তী এলাকায় না করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, ৪) জাহাজ বা অন্যান্য সমুদ্র যান হতে বিষাক্ত রাসায়নিক

পদার্থ এবং তৈল যাতে সমুদ্রে না পড়ে সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ চাই, ৫) কৃষি কাজে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি বা পোকা-মাকড় নিধনে সার, অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে তা নদী ও সাগরে প্রবাহিত না হয়, ৬) শিল্প স্থানীয়করণ নদী ও সাগর কেন্দ্রিক না করে সমভূমিতে স্থাপনকে উৎসাহিত করতে হবে, ৭) নদীর গতি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখা এবং নাব্যতা সৃষ্টিতে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, ৮) পরিবেশ সংক্রান্ত ইস্যু, তথ্য প্রাপ্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রবেশাধিকারকে আরো সহজলভ্য এবং অংশগ্রহণমূলক করতে হবে, ৯) গণমাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতামূলক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন আরো জোরদার করা হোক যাতে মানুষ সচেতন হয়, পরিবেশের শত্রুরা ভীত হয়, ১০) পরিবেশ আইনের আরো কার্যকর ব্যবহার চাই, পরিবেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে জনস্বার্থে মামলা চাই।

বিপন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি সারা বিশ্বকে উদ্বিগ্ন করেছে। মানুষ চেয়ে আছে নীতি-নির্ধারকদের দিকে–এই বুঝি ভাল কিছু হলো। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের পরিবেশ দুষণ এখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। দিন দিন আর্বিভাব হচ্ছে নতুন নতুন পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সমস্যার। মূলত: এ কারণেই সামাজিক এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা।

পরিবেশের অপরিহার্য উপাদান সাগর মহাসাগরকে ঘিরে গতকাল পালিত হলো এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আসুন আমরা সকলে মিলে রক্ষা করি পরিবেশের অপরিহার্য উপাদান সাগর-মহাসাগরকে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় সফল হোক বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আহবান।

সৈয়দ মামুনূর রশীদ, চট্টগ্রাম, ২০/০৯/০৭, (totalmamun@yahoo.com)

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন